

মার্চ-জুলাই ২০২৩ সংখ্যা

www.librarianvoice.org



লাইব্রেরিয়ান ONLINE BULLETIN ডয়েস

VOL. 6 ISSUE 2

ISSN 2710-0103



প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বদলে যাচ্ছে গ্রন্থাগার সেবা



প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বদলে যাচ্ছে গ্রন্থাগার সেবা

আনিকা তাবাজুম



প্রস্তর যুগে হিংস্র পশুদের হাত থেকে জীবন রক্ষা ও খাদ্য সংগ্রহের জন্য মানুষ যখন পাথর ভেঙে বিভিন্ন হাতিয়ার তৈরি করল তখন থেকেই মূলত প্রযুক্তির ধারণাটির সৃষ্টি। বর্তমানে মানব সমাজে প্রযুক্তি হল বিজ্ঞান এবং প্রকৌশলের একটি আবশ্যিক ক্ষেত্র। সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে কৃষি কাজ সব ক্ষেত্রেই প্রযুক্তি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। প্রযুক্তির বিভিন্ন শাখা একবিংশ শতকের প্রায় প্রতিটি দিককে প্রভাবিত করে রেখেছে। পরিবহন খাত, সামাজিক নিরাপত্তা থেকে শুরু করে খাদ্য ও স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিকীকরণ এমনকি কৃষিকাজ পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রযুক্তি থেকে প্রাপ্ত সেবাগুলো বিরাজমান। যদিও কিছু প্রযুক্তির অত্যাধিক ব্যবহার মানসিক

স্বাস্থ্য হ্রাস, সামাজিক বিভাজন বৃদ্ধি এমনকি গোপনীয়তার উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে তবে এর থেকে প্রাপ্তির পাল্লাটাই বেশি ভারি। পৃথিবীর প্রতিটা দেশের বিচার বিভাগ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা খাত, স্বাস্থ্যখাত, বিনোদন খাত, শিক্ষাখাত, যোগাযোগ খাত সহ সকল পর্যায়ে প্রযুক্তির কল্যাণে বিগত তিনদশকে আমূল পরিবর্তন এসেছে। এছাড়াও জীবনযাত্রার মান বেড়েছে, সময় ও শ্রম সাশ্রয় হচ্ছে।

এর ব্যতিক্রম ঘটেনি গ্রন্থাগার খাতেও। বলা হয় তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন মানে গ্রন্থাগার খাতের উন্নয়ন। বিগত কয়েক শতক ধরে তথ্যপ্রযুক্তি যেমন উন্নত হয়েছে এরই হাতধরে গ্রন্থাগার গুলো অভাবনীয় উন্নতি সাধন করেছে।



LIBRARIAN
ONLINE
BULLETIN
VOICE

02

যেমন ধরুন একটা সময়ে প্রিয় লেখকের বই পড়া কিংবা সংগ্রহের জন্য আপনি গ্রন্থাগারে যেতে চান, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আপনি প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করেন। দূরবর্তী গ্রন্থাগারে গিয়ে বই পড়া বা সেই বইটি বাসায় বয়ে আনা এবং পরবর্তীতে তা ফেরত দেয়া এই সম্পূর্ণ কার্যক্রমটি সম্পাদন করতে কিন্তু অবশ্যই আপনার অর্থ, সময় ও শ্রম তিনটিই অপচয় হত। কিন্তু এখন ঘরে বসেই বই পড়া যায়, পৃথিবীর যেকোন প্রান্তে বসে ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে আপনি আপনার পছন্দ অনুযায়ী বই পড়তে পারবেন। এছাড়াও গ্রন্থাগার গুলো যে কতো বেশি উন্নয়ন সাধন করেছে তা আসলে একটি ছোট আর্টিকেল এর মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

প্রযুক্তির কারণে গ্রন্থাগারের বাইরের সেবাগুলোর মান যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিক তেমনি গ্রন্থাগারের আভ্যন্তরীণ কাজগুলোও অনেক সহজতর ও নিখুঁত হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে গ্রন্থাগারের আভ্যন্তরীণ কাজগুলোর আধুনিকায়ন হলেই গ্রন্থাগার সেবার মান বৃদ্ধি পায়। বর্তমান সময়ের গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইস ও প্রযুক্তি ব্যবহারের অভ্যাস গ্রহণ করেছে। যেমন কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ওয়েব, ইন্ট্রানেট, এক্সট্রানেট এবং অন্যান্য প্রযুক্তি। এর ফলে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীরা তাদের নতুন চাহিদা সম্পর্কে গ্রন্থাগার গুলোকে অবগত করতে সক্ষম হয় ও সর্বশেষ তথ্য, আপডেটেড তথ্য এবং আইসিটি নির্ভর সুবিধাগুলিতে অ্যাক্সেসের সুযোগ পায়।

বিগত কয়েক শতক ধরে তথ্যপ্রযুক্তি যেমন উন্নত হয়েছে এরই হাতধরে গ্রন্থাগার গুলো অভাবনীয় উন্নতি সাধন করেছে। যেমন ধরুন একটা সময়ে প্রিয় লেখকের বই পড়া কিংবা সংগ্রহের জন্য আপনি গ্রন্থাগারে যেতে চান, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আপনি প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করেন। দূরবর্তী গ্রন্থাগারে গিয়ে বই পড়া বা সেই বইটি বাসায় বয়ে আনা এবং পরবর্তীতে তা ফেরত দেয়া এই সম্পূর্ণ কার্যক্রমটি সম্পাদন করতে কিন্তু অবশ্যই আপনার অর্থ, সময় ও শ্রম তিনটিই অপচয় হত।



গ্রন্থাগারে প্রযুক্তির ব্যবহার গ্রন্থাগার কর্মী ও ব্যবহারকারীর অনেক সুবিধা প্রদান করে। এর মধ্যে কিছু সুবিধা হল-

- দ্রুত ও সহজে তথ্যের অ্যাক্সেস প্রদান করা যায়।
- বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত অসংখ্য তথ্যের অ্যাক্সেস একই সময় একাধিক ব্যবহারকারীদের প্রদান করা যায়।
- তথ্যের নমনীয়তা প্রদান করা যায় এবং যে কোনো ব্যক্তি দ্বারা ব্যবহার করার সুযোগ বৃদ্ধি করা যায়।
- বিভিন্ন উৎস থেকে ডেটা পুনঃফর্ম্যাটিং করার সুবিধা পাওয়া যায়।

গ্রন্থাগার কর্তৃক প্রদত্ত সেবা গুলোর মধ্যে এখন অধিকাংশ সেবাই প্রযুক্তিনির্ভর। প্রযুক্তিনির্ভর সেবার গুলোর মধ্যে অন্যতম হল -

ওয়েব-ভিত্তিক অনলাইন পাবলিক অ্যাক্সেস ক্যাটালগ (ওয়েব-ওপ্যাক):

এটি একটি ইন্টারনেট এবং ওয়েব-ভিত্তিক প্রযুক্তি যা বিশ্বব্যাপী তাদের ক্যাটালগগুলিতে অ্যাক্সেস প্রদান করে। এটি ব্যবহারকারীদের বিশ্বের যে কোনো স্থান থেকে তথ্য অ্যাক্সেস করতে সাহায্য করে। ব্যবহারকারীরাও বিভিন্ন গ্রন্থাগার সিস্টেম থেকে OPAC এর নিয়মাবলি শিখতে এবং সেগুলো ব্যবহার করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। OPAC বই, জার্নাল, সংবাদপত্র, ই-বুক ইত্যাদির মতো সংস্থানগুলির অনলাইন লাইব্রেরি ডাটাবেসকে প্রদর্শন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা OPAC-এর সাথে যে কোন গ্রন্থাগার থেকে যে কোন সময় যে কোন বইয়ের পাশাপাশি ই-কন্টেন্টে প্রয়োজন অনুযায়ী অ্যাক্সেস পেতে পারে।

ডিজিটাল গ্রন্থাগার সেবা :

ডিজিটাল গ্রন্থাগার বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল তথ্যের উৎস প্রদান করে। ব্যবহারকারী দূরবর্তীভাবে তথ্য অ্যাক্সেস করতে পারে এবং তথ্য সংস্থান গুলোতে অ্যাক্সেস সরবরাহ করে। এর সুবিধা হল এটি বিভিন্ন ভাষার বিষয়বস্তু পরিচালনা করার ক্ষমতা রাখে। ডিজিটাল গ্রন্থাগারগুলো ডিজিটাল সংগ্রহের সমন্বয়ে গঠিত হয় যার মধ্যে রয়েছে গ্রন্থপঞ্জী সংক্রান্ত রেকর্ড, সূচীপত্রের মতো নথিপত্র, পূর্ণ-পাঠ্য নথি, ভিডিও, ছবি যার মধ্যে কিছু মুদ্রণ আকারে উপস্থাপিত হয় ও বিতরণ করা যায় না। বেশিরভাগ দেশে জাতীয় গ্রন্থাগারগুলো রাজধানী শহরে অবস্থিত এবং তাই তাদের সংস্থানগুলিতে অ্যাক্সেস মূলত তাদের জন্য সীমাবদ্ধ থাকে যারা রাজধানী শহরে ভ্রমণ করতে পারে। তবে এই প্রতিবন্ধকতাটি দূর হয়েছে ডিজিটাল গ্রন্থাগারের মাধ্যমে। যেকোনো স্থানে বসেই এখন গ্রন্থাগার গুলোতে অ্যাক্সেস করা যায়।

ইলেকট্রনিক ডকুমেন্ট ডেলিভারি সার্ভিস:

গ্রন্থাগারগুলো নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে আইসিটি-ভিত্তিক আন্তঃগ্রন্থাগার-ধার বাস্তবায়ন করছে। জার্নাল, আর্টিকেল এবং অন্যান্য ডকুমেন্টের কপি ডিজিটাল ফরম্যাটে যেমন পিডিএফ এ রূপান্তর করে ব্যবহারকারীদের ডেস্কটপে সরবরাহ করা হয় আর এটিকেই বলা হয় ইলেকট্রনিক ডকুমেন্ট ডেলিভারি সার্ভিস। এটি ব্যবহারকারীদের তথ্য অ্যাক্সেস করতে সহায়তা করে যেসব তথ্য গুলো একটি গ্রন্থাগারে নয় বরং একাধিক গ্রন্থাগারের

সমন্বে তৈরি। ংটি ব্যবহারকারীদের জন্য সবচেয়ে দরকারী সেবাগুলোর মধ্যে ংকটি বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের গবেষকদের জন্য।

অডিও-ভিজুয়াল পরিষেবা:

অডিও-ভিজুয়াল উপকরণ গুলো হলো তথ্য, শিক্ষা ংং বিনোদনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ংনেক গ্রন্থাগার বিশেষ করে মিডিয়া গ্রন্থাগার ংং বড় ংকাডেমিক ং পাবলিক গ্রন্থাগারে বিভিন্ন অডিওভিজুয়াল উপাদান যেমন মিউজিক, ফিল্ম, ছবি ংং ফটোগ্রাফ ইত্যাদি থাকে। ংনেক গুলো গ্রন্থাগার তাদের সদস্যদের নিকট ংই উপকরণ গুলো ধার দেয়। যার ফলে ব্যবহারকারীরা ঘরে বসে ং ংই উপকরণগুলো ব্যবহার করে জ্ঞান ংর্জন করতে পারেন। ংছাড়া ং কুইক টাইম প্লেয়ার, মাইক্রোসফট মিডিয়া প্লেয়ার ইত্যাদি সফটওয়্যারের সাহায্যে গ্রন্থাগারে বসে ং অডিও-ভিজুয়াল উপকরণ ব্যবহার করা যায়।

পাঠকদের পরামর্শ ংং ই-রেফারেন্স সেবা:

গ্রন্থাগার ং তথ্যকেন্দ্র গুলোতে পাঠকদের উপদেষ্টা সেবা ংং রেফারেন্স সেবা গুলোর ংয়েব-ভিত্তিক সংস্করণ সরবরাহ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বর্তমানে। ংর মধ্যে রয়েছে ংয়েবের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদেরকে নতুন প্রকাশ বা গ্রন্থাগার সংগ্রহের সংযোজন সম্পর্কে ংবহিত করা, তথ্যের নির্বাচনী ংর্থাৎ SDI প্রচার, ংং পাঠকদের জন্য রেফারেন্স কর্মীদের (ভার্চুয়াল রেফারেন্স ডেস্ক) সাথে যোগাযোগ করার সুবিধা ইত্যাদি।

ইলেকট্রনিক থিসিস ংং গবেষণাপত্র সেবা :

প্রাতিষ্ঠানিক ভান্ডারের সাথে সম্পর্কিত, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলোতে, ইলেকট্রনিক থিসিস ংর পূর্ণ-পাঠ্য ংনুলিপিগুলোতে ংয়াক্সেসের সুযোগ চালু করে দেয়া হচ্ছে। থিসিস ংং গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলির সম্পূর্ণ-টেক্সট কপি ংয়াক্সেস দেয়ার ফলে গবেষণার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইলেকট্রনিক বই পরিষেবা:

ংকাডেমিক গ্রন্থাগারগুলোতে ই-বুক ব্যবহারের প্রচলন সবচেয়ে বেশি। ংই সেবার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী দিন রাত ২৪ ঘন্টা তথ্য ংয়াক্সেস করা যায় ংং ব্যবহারকারীরা দ্রুত ংং কার্যকরভাবে নির্দিষ্ট গবেষণা সামগ্রী পুনরুদ্ধার ংং ংয়াক্সেস করতে পারে।

নথি স্ক্যানিং সেবা:

গ্রন্থাগারের ংধুনিকায়নে স্ক্যানার ংকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি।ব্যবহারকারীরা যেন ংটি ব্যবহার করে বইয়ের পাঠ্য, চিত্র ংং বিষয়বস্তুর পৃষ্ঠাগুলোকে স্ক্যান করে নিজেদের কাছে সংরক্ষণ করতে পারে সে বিষয়ে গ্রন্থাগারগুলো যাবতীয় সহযোগিতা করে থাকে।

লাইব্রেরি নেটওয়ার্ক সেবা:

নেটওয়ার্কের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল কম্পিউটার ংং ংন্যান্য যোগাযোগ যন্ত্রগুলোর মধ্যে ংন্তঃসংযোগ তৈরি করা যার ফলে ডাটা তাৎক্ষণিকভাবে ংক স্থান থেকে ংন্য স্থানে স্থানান্তর করা যায়।



গ্রন্থাগারেও এই নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে গ্রন্থাগার হাউসকিপিং এবং রিসোর্স শেয়ারিং সেবা প্রদান করা হয়। এতে করে একটি শহর কিংবা একটি দেশের সকল গ্রন্থাগারগুলো একে অপরের সাথে সংযুক্ত থাকে।

ওপেন সোর্স সফটওয়্যার সেবা:

গ্রন্থাগারে ওপেন সোর্স সফটওয়্যার সেবা হলো এমন এক ধরনের সেবা যার মাধ্যমে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের জন্য কম্পিউটার সফটওয়্যার গুলোকে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। বিগত কয়েক বছরে ওপেন সোর্স জগতে বেশ কিছু গ্রন্থাগার বিষয়ক সফটওয়্যার তৈরি হয়েছে। ইন্টিগ্রেটেড লাইব্রেরি সিস্টেম যেমন কোহা; ডিজিটাল লাইব্রেরি সফটওয়্যার, যেমন গ্রিনস্টোন; ডিজিটাল রিপোজিটরি সফটওয়্যার, যেমন DSpace; কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার, যেমন মুডল, ইত্যাদি।

Ask-A-Librarian সেবা:

এই সেবাগুলো হলো একধরনের ইন্টারনেট-ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর সেবা যা ব্যবহারকারীদের এমন একজন বা একাধিক ব্যক্তির সাথে সংযুক্ত করে যারা নির্দিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান এবং নির্ভুল অনুসন্ধান পরিচালনার ক্ষেত্রে অধিক দক্ষতার অধিকারী। বেশিরভাগ "আস্ক-এ-লাইব্রেরিয়ান" সেবাতে একটি ওয়েব-ভিত্তিক প্রশ্ন জমা দেওয়ার ফর্ম বা একটি ই-মেইল বা উভয়ই থাকে। ব্যবহারকারীদের ওয়েব ফর্ম ব্যবহার করে বা ই-মেইলের মাধ্যমে তাদের প্রশ্ন জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।

উপরে উল্লেখিত প্রতিটি সেবা দ্বারাই গ্রন্থাগারের ব্যবহারকারীরা উপকৃত হয়ে থাকেন। বর্তমানে ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রনিক যোগাযোগ এবং কম্পিউটার প্রযুক্তির উন্নয়নের হার অত্যন্ত উচ্চ। প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলে জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় কল্পনাশীল উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ষাটের দশকের উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে সূচনা হয় বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তিগুলো জীবনকে এত বেশি পরিবর্তন করেছে যা প্রতিটা খাতে লক্ষণীয়। ফাইবার অপটিক ক্যাবল আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। এর কল্যাণে আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার সেবার মান যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি গ্রন্থাগারের আভ্যন্তরীণ প্রত্যেকটি সেবায় আমূল পরিবর্তন এসেছে।

সনাতন পন্থায় গ্রন্থাগার সেবা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে লিটারেচার সার্চে প্রচুর সময় অপচয় হতো। এমনকি অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরও প্রয়োজনীয় তথ্যের কোন গ্রহণযোগ্য মাধ্যম পাওয়া যেত না। কিন্তু বর্তমান সময়ের গ্রন্থাগারগুলো প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সকল বাঁধা অতিক্রম করে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিতরণ অতি দ্রুত গতিতে করা সম্ভব হচ্ছে। গ্রন্থাগারের তথ্য সংগ্রহ ও পুনরুদ্ধার করার ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির কাছে সকল গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকগণ ঋণী।

বিবলিওগ্রাফিক্যাল তথ্যসমূহ প্রদানের ক্ষেত্রে সমসাময়িক তথ্য দ্রুত প্রদান করা উন্নত গ্রন্থাগার সেবার অন্যতম পূর্বশর্ত, বর্তমানে বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে বিবলিওগ্রাফিক্যাল সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক বিশ্বের গ্রন্থাগার গুলোর সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের বেশকিছু গ্রন্থাগার ও তথ্য প্রতিষ্ঠান বর্তমানে প্রযুক্তিনির্ভর হয়েছে। গণগ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার, সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রগুলোতে আধুনিক গ্রন্থাগারসেবা প্রদান করা হচ্ছে। যা পুরোটাই সম্ভব হয়েছে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে প্রযুক্তির হাত ধরেই দেশ-বিদেশের গ্রন্থাগার গুলো আধুনিক হয়েছে ও ভবিষ্যতে আরো অনেক উন্নয়ন সাধন করবে।

গ্রাফিক্স: ফ্রি-পিক

Reference :

১. www.wikipedia.com
২. ইনফরমেশন টেকনোলজি ও প্রোগ্রামিং, সজিব আহমদ।
৩. তথ্য প্রতিষ্ঠান স্বয়ংক্রিয়করণ, ড. কাজী মোস্তাক গাউসুল হক।

আনিকা তাবাজুম

গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ,
লালমাটিয়া মহিলা কলেজ, লালমাটিয়া, ঢাকা।



**Open Access
Bangladesh**

*Advocating Open Access, Open Data
and Open Education in Bangladesh*



**LIBRARIAN
ONLINE
BULLETIN VOICE**

07

জ্ঞান ও তথ্যের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকা

মোঃ সৈদ-সৈ-আমিন

আমরা জ্ঞান বিত্তিক সমাজে বাস করি। তথ্যে যে যত সমৃদ্ধ সে ততো বেশি এগিয়ে আছে উন্নয়নের পথে। জ্ঞান ও সমাজ একটি অতি নিবিড় বিষয়। জ্ঞানের প্রসার ও প্রচার এর সঠিক পদ্ধতিতে মার্কেট প্রয়োজন। তথ্যের সঠিক মার্কেটিং এর মাধ্যমে জ্ঞানের বিস্তার ঘটানো সম্ভব।

আমরা সমাজ ও প্রতিষ্ঠানে জ্ঞানের বিস্তার ঘটাতে চাইলে আগে জানতে হবে আমি কি ও আমার সেবা দেয়ার পদ্ধতি কি। একজন গ্রন্থাগারিক তার লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারা সঠিক উপায়ে একটি প্রতিষ্ঠানে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

একজন গ্রন্থাগার পেশাজীবী যার আছে যে, সম্পদ আছে তার সঠিক মার্কেটিং এর ব্যবস্থা করা। বই পাঠ ও জ্ঞান অর্জনের জন্য পবিত্র কোরআনে নির্দেশনা ও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। ‘পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।’ (সুর আল আলাক, আয়াত:১)

বই পাঠে মুসলিম সমাজ ছিল অভ্যস্ত। প্রাচীন রাজা, মুসলিম শাসক, জ্ঞানীরা গ্রন্থাগার গড়ে তোলার ব্যাপারে সদা অগ্রসর ছিলেন। বই ও জ্ঞান মানব সমাজের নিত্য দিনের সঙ্গী হওয়া উচিত। মানব সমাজের কল্যাণে ও অগ্রসর ও গ্রন্থাগার অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি বইকে সঙ্গী করে নেয়, সে কখনো মনের প্রশান্তি হারাতে না।’ (গুরারমল হুকুম, পৃষ্ঠা ৬৩৬) বই ধার ও জ্ঞান বিতরণ করলে বই ও জ্ঞান দাতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা ইসলামে শিড়্গা প্রদান করে।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ জ্ঞান চর্চা সম্পর্কে বলেন, ‘বর্তমান জগতে কোন জাতিকে টিকে থাকতে হলে তাকে জ্ঞান চর্চা করতেই হবে। কিন্তু যে জ্ঞান মানুষকে মানুষ মনে করে, কেবল লাঙ্গুল শৃঙ্খলবিহীন পশু করে, সে জ্ঞান তুচ্ছ, যে জ্ঞান শয়তানী জ্ঞান।’ তিনি আরও বলেন সকলের, সকলের ঘৃণিত সে যে, নিজে শিড়্গিত হয়ে অপরকে শেখায় না।’

গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রগুলো সর্বদা তাদের অর্জিত জ্ঞান তার পাঠক সমাজের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে থাকে। গ্রন্থাগারিক তার আচার ও আচরণ জ্ঞান ও চিন্তার বিকাশ ঘটাতে সহায়ক সেই কাজে সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান করবে। গ্রন্থাগার ও তথ্য জ্ঞান বিতরণে কিছু নীতিমালা প্রনয়ণ ও সে অনুসারে তা বাস্তবায়ন করা পাঠক/ব্যবহারকারীর ও গ্রন্থাগার ব্যবহারে কিছু করণীয় ও বর্জনীয় থাকে যা সঠিকভাবে পালন করে গ্রন্থাগারিককে সহায়তা করা।

তাছাড়া অন্যকে ভালো কথা ও সাবধান করে নিজে সেই মন্দের দিকে থাকার মতই হলো বিষয়টা। মানব সভ্যতার বিকাশে জ্ঞান, তথ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থাগারে পঠন, লিখন ও গবেষণার উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করা ও সুকুমারবৃত্তির বিকাশ ঘটাতে গ্রন্থাগারিক অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ। গ্রন্থাগার পেশাজীবীরা এগিয়ে যাক প্রশাসনিক, মানবিক ও পেশাগত কর্মের মাধ্যমে।

মোঃ সৈদ-সৈ-আমিন

এসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর



LIBRARIAN
ONLINE BULLETIN
VOICE

08



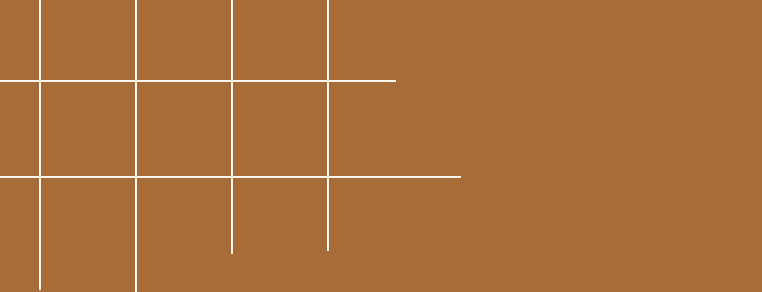
Why Library Education Is Essential for Higher Educational Institutions in Bangladesh

Aktarul Islam

Universities are the apex educational and research institutions of a country. Research and innovations are the principal standards to determine the sustainable development of a state. To this end, the universities pave the pathways to stir up all the ingredients to carry on these modus operandi. The university produces brilliant minds to turn the wheel of development to evolve around the constant trek of human civilization. Here brilliant minds refer to the community of intellectuals who lead the foundation of an advanced and progressive society with their philosophies and wisdom.

Since the university is considered the home of scholars and researchers, the library is undoubtedly the nucleus of all research and academic endeavors. Former Indian president Sarvepalli Radhakrishnan regarded the library as the heart of any institution that motivates learners, researchers, and academicians to be part of educational transcendence by creating new knowledge and ideas beneficial to human society.



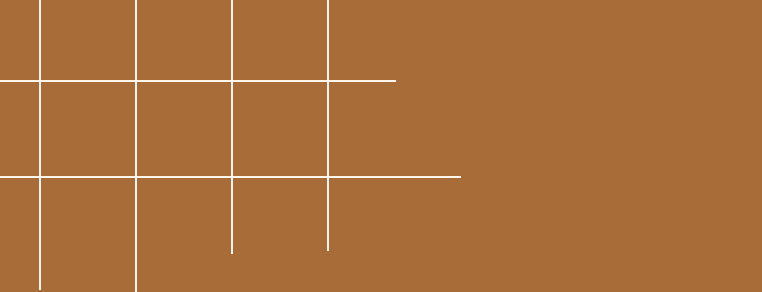


The library creates a nexus between readers and books by providing relentless accessibility to the universe of knowledge and information. Therefore, an institution without a library is like a human body without a soul. At the university level, the library or Knowledge Resource Center (KRC) plays a significant role in accomplishing the mission and vision of the university education system. However, to make the learners and other stakeholders well acquainted with the library and ensure the best utility of all the research contents and resources, library education needs to be introduced from the primary to the tertiary levels.

In Bangladesh, library education started its journey before its independence as a field of study at Dhaka University. After the liberation, library science courses have transformed into a separate independent discipline and are taught in many public and private universities to produce expert library and information science

professionals. Unlike many advanced and developing countries, library education is still absent at the secondary and intermediate levels. Regardless of the faculty of library and information science, no other disciplines offer library-related courses at the tertiary level as well.

As the library is an integral part of higher education, the inclusion of library science-related courses in every field of study will enable learners, educators, and scholars to exploit research materials and other sources of knowledge promptly and conveniently from the library and information center. Library and information science professionals can play crucial roles in this regard by formulating short courses on library science and information literacy to make libraries the ultimate destination for education and research.

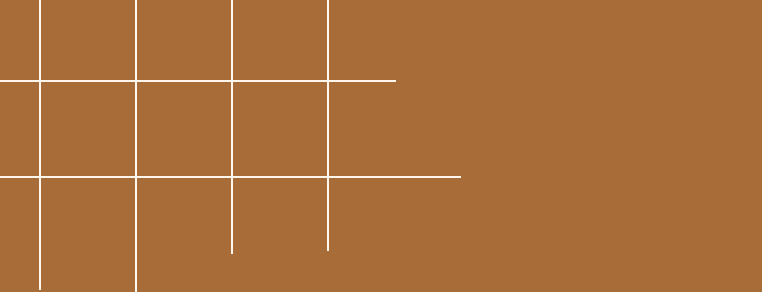


The focal point of education at the primary, secondary and higher secondary levels is premised entirely upon learning and teaching. Regardless of learning and teaching, higher education pays more attention to the creation of new knowledge or ideas, and libraries in this communication facilitate the academicians and researchers with all the resources to carry on research and other creative endeavors. Hence, the importance of libraries and information centers at the university level is felt more intensely compared to school level and students, teachers, scholars, and other stakeholders must have a concrete understanding of the library resource and services.

Higher education in advanced and developing countries is mainly library oriented. Here, academicians, researchers, and students go to the libraries to fulfill their academic and professional requirements, and expert librarians assist them in getting the exact research documents and other necessary information on demand.

Besides, academic librarians oversee research and academic programs. They guide research scholars to accomplish their Ph.D. and MPhil research. Ill luck would have it, this scenario is absent in the university or college libraries in Bangladesh. The lack of education and training about libraries and information centers makes the mission of higher education shaky on the way to fulfilling quality education and lifelong learning programs.

For the last couple of decades, the long queue of students standing in front of the libraries with stacks of job-related books and fighting for a seat to go deep into the world of BCS and other competitive exams has become an everyday phenomenon at university libraries in Bangladesh. The majority of students are unaware of what an academic library is there for. Many students are unaware of how a library's reference department, circulation section, or other sections operate. Even in many



cases, it won't be an inconceivable incident if some students never set foot in a library during their time at university or read a book in a calm library setting.

Last but not least, many academics and research scholars have no sound knowledge about the library and foster a narrow mindset regarding the library and information science professionals. Therefore, the introduction of library-related courses in every field of study can help them explore the realm of knowledge and enable them to find out their required research materials or items of knowledge promptly and conveniently.

The Bangladesh government fights tenaciously to guarantee a sustainable education system in order to invigorate the journey of smart Bangladesh by launching a transformation to meet the potential challenges. This fight is necessary for Bangladesh to compete with the developed and developing nations. We can have a sustainable tertiary education system that propels the country toward longer-lasting progress and prosperity if our policymakers pay attention to the formalization of library culture through formal education in library science.

Aktarul Islam

*Library Professional,
Researcher and Poet.*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের উদ্যোগে পুনর্মিলনী ২০২৩



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের উদ্যোগে পুনর্মিলনী ২০২৩, গত ১৯ মে ২০২৩ বাংলা একাডেমির আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ফরহাদ হোসেন এমপি। অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের সম্মানিত ডিন অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির।



পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষক উদ্বুদ্ধকরণ ও পরিচিত কর্মশালার আয়োজন



মো. ঈদ-ঈ-আমিন

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহিত এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইডিপি) এর অন্তর্ভুক্ত স্ট্রেন্ডেনিং রিডিং হ্যাবিট এন্ড রেডিং স্কিলস অ্যামাং সেকেন্ডারি স্টুডেন্টস স্কিম এর আওতায় পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি দেশের ৬৪ জেলার ৩০০ উপজেলার ১৫০০ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র উক্ত কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করছে। মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচির শুরুর প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে উপজেলা নির্বাচিত উপজেলা সমূহের উপজেলা প্রশাসন এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারবৃন্দের সহযোগিতায় নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং স্কুল/মাদ্রাসা পর্যায়ে বই পড়া কর্মসূচি পরিচালনার জন্য নির্বাচিত সংগঠক(প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরির দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক) এর অংশগ্রহণে কর্মসূচি বিষয়ে ৩১ মে ২০২৩ তারিখে দিনব্যাপী একটি উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালার আয়োজন করা হয় রংপুর সদর উপজেলায়। উক্ত কর্মসূচিতে রংপুর সদর উপজেলার ১২৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও গ্রন্থাগারের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

নতুন শিক্ষা কারিকুলামে শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বইয়ের বাইরে অন্যান্য গল্প, উপন্যাস, দেশি-বিদেশি সাহিত্য, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক পুস্তক পাঠের মাধ্যমে সৃজনশীল চেতনার বিকাশে সহায়ক বই পড়ার জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা হবে। মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠাভ্যাস ও পাঠদক্ষতার উন্নয়ন করা, বই পড়ার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীদের বাংলা ও ইংরেজি বই পড়ার অভ্যাস তৈরি করা, লাইব্রেরির উন্নয়ন ও স্কিমভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সমন্বিত বই পড়া কর্মসূচি পরিচালনার ব্যবস্থা করা।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম(এসইডিপি) এবং বিশ্ব সাহিত্যের মাধ্যমে পরিচালিত উক্ত কর্মসূচিটি সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় সার্বিক সহযোগিতা করবে।

বুক রিভিউ



বইয়ের নাম : ছড়া ও ছন্দে নীতিকথা এবং ছড়া শুধু ছড়া নয়

লেখক : কর্নেল ডা. আব্দুল্লাহ আল-মেহেদী

বইয়ের ধরণ : নীতিকথা

প্রচ্ছদ : সুরাইয়া পারভীন

প্রকাশক : অম্বেষা পাবলিকেশন্স

রিভিউ : মো. সৈদ-সৈ আমিন

সহকারী গ্রন্থাগারিক, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর

কর্নেল আব্দুল্লাহ আল-মেহেদী পেশায় একজন চিকিৎসক ও সামরিক কর্মকর্তা। তার লেখা ছড়া ও ছন্দে নীতিকথা এবং ছড়া শুধু ছড়া নয় বই দু'টি অম্বেষা প্রকাশনা কর্তৃক প্রকাশিত। শিশু কিশোরদের এমনকি সবার জন্য একটি সুন্দর বার্তা দেয়। প্রযুক্তির এই উৎকর্ষতার যুগে উক্ত বই দু'টি একজন পাঠককে বাস্তব ও ছন্দের নিরিখে জীবনের কিছু বিষয় ফুটে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। শিশু কিশোরদের বয়স, মেধা ও মননের প্রতি খেয়াল রেখে বিষয়টিকে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন। একজন মানুষের করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলো শিশু কিশোরদের মনে গেঁথে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে ছড়া ও ছন্দের মাধ্যমে। লেখকের একটি উদ্ধৃতি দেখলে বুঝতে পাই,

মানব রূপে জনম নিয়ে
হয় না সবাই মানব,
কারও কারও
কাজ-কর্মে
হার মেনে যায় দানব।।

মানুষের প্রকৃত রূপকে ছড়া ও ছন্দের মাধ্যমে অত্যন্ত চমৎকাররূপে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এরকম শুধু একটিই নয়, লেখকের উক্ত বই দুটিতে মানব জীবনের বিষয়কে বিভিন্ন ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই বই দুটি পাঠক মনে সাড়া জাগাবে বলে মনে করি।

উপদেষ্টা

শাহাজাদা মাসুদ আনোয়ারুল হক
কাজী ফরহাদ নোমান
অন্তরা আনোয়ার

সম্পাদক

কনক মনিরুল ইসলাম
আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
সাব্বির আকন্দ
ঈদ-ই-আমিন
রেজওয়ানুল হক
আনিকা তাবাচ্ছুম

ওয়েব এডিটর

মোঃ আশিকুজ্জামান

প্রতিনিধি

মোঃ মনিরুল ইসলাম সবুজ, বিশেষ প্রতিনিধি
রাশেদ নিজামী, বিশেষ প্রতিনিধি
দেবশীষ মুখার্জি, কলকাতা প্রতিনিধি
অরিজিৎ দাস, কলকাতা প্রতিনিধি
মোঃ মনিরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
আবিদ হাসান, সিলেট প্রতিনিধি

যোগাযোগ



librariansvoice@gmail.com



www.librarianvoice.org



© 2017-2023 Librarian Voice. Subject to a Creative Commons Attribution 4.0 International License.